পারিবারিক ভ্রমণ

বাঘ গণনার নতুন স্টাইল

রিপোর্ট **আসাদুর রহমান**

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বাংলাদেশের সুন্দরবন। এর মোট আয়তন ৬০১৭ বর্গ কি.মি-এর মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ ৪১৪৩ বর্গ কি.মি। এই স্থলভাগ এলাকায় রয়েছে সুন্দরী, পশুর, গরান, কেওড়া, ধুন্দল, বাইন, কাঁকড়া প্রভৃতি মূল্যবান গাছপালা। এই গাছপালা দেশের সমুদ্র এলাকাকে ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে এর ১৮৭৪ বর্গ কি.মি জলভূমিতে রয়েছে নানা জাতীয় মাছের সমারোহ। এই মাছ আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে রয়েছে লোভ, লোভের কারণে মানুষ বনের এই সম্পদ সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে। আর তাই এই সম্পদকে রক্ষায় সুন্দরবনে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে বলা যায় সুন্দরবনের প্রহরী। বাংলাদেশের অন্যান্য

এলাকায় বনভূমি ছিল। কিন্তু আজ তার প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে গেছে। শুধু সুন্দরবনের অংশটুকুই কোনোভাবে টিকে আছে। এই বাঘের ভয়েই কাঠচোররা তাদের ইচ্ছেমতো গাছ কাটতে পারে না। জেলেরা সুন্দরবনের যেখানে-সেখানে জাল ফেলে না। আর সে জন্যই সুন্দরবনকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন এই বন প্রহরীর।

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ২৬ জানুয়ারি সুন্দরবনে শুরু হয়েছে ব্যাঘ্র শুমারি, UNDP-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে এই ব্যাঘ্র শুমারির কাজ করছে।

ব্যাঘ্র শুমারির জন্য সুন্দরবনকে ভাগ করা হয়েছে ৫৯টি কম্পার্টমেন্টে। ৩২টি দল এই কম্পার্টমেন্টে কাজ করছে। এই দলগুলো নৌকা নিয়ে সুন্দরবন এলাকার খাল, জলাভূমি এলাকাগুলোতে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করবে। পায়ের ছাপ থেকে কিভাবে বাঘের সংখ্যা বের করা যাবে, প্রশ্নের জবাবে চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকায় কর্মরত শুমারি দলের দলনেতা আব্দুর রব বলেন, 'আমরা যেখানে এক সঙ্গে চারটি পায়ের ছাপ পাব সেই ছাপকে সংগ্রহ করবো। বাঘ পেছনের পায়ের ওপর বেশি চাপ দিয়ে হাঁটে। এই পায়ের ছাপের ওপর তার ওজন পরিমাপ করা যায়। আমরা এই ছাপটিকে প্লাস্টার অব প্যারিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করবো।' তিনি বলেন, 'আমরা যখন একটি পায়ের ছাপ নেই তখন GPS সিস্টেমের মাধ্যমে ঐ এলাকায় অবস্থানটিও সংগ্রহ করি। অন্যদিকে কাগজে-কলমেও তা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ঐ পায়ের ছাপ এবং তার অবস্থান বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারবে কোন এলাকায় কতকগুলো বাঘ রয়েছে। তবে বাচ্চা বাঘের

পায়ের ছাপ আমরা তখনই সংগ্রহ করি যখন তার পাশে একটি বড় বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে পাই।'

সুন্দরবন এলাকার চাঁদপাই রেঞ্জের জয়মনি গ্রাম। এই গ্রামের সুন্দর আলীর মূল জীবিকা মাছ ধরা। কিন্তু গত কিছুদিন থেকে তিনি মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'মাছ ধরে যখন ফিরে আসি তখন দস্যুরা সব রেখে দেয়। মাঝে মাঝে খুন করে ফেলে তাই বাধ্য হয়েই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছি।' সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই এলাকার অধিকাংশ অধিবাসীর ঘর নেই, জমি নেই, কোনো কোনো বাড়ির চুলায় প্রতিদিন ভাতের হাঁড়িও চড়ে না। চরম দুঃখ-দুর্দশায় মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে স্থানীয় জনগণ। নোনা পানির এলাকা হওয়ায় এখানে ভালো ফসল হয় না। বছরে একটি ফসল তারা ঘরে তুলতে পারে। নোনা পানির কারণে এখানে গবাদি পশুও খুব একটা বেড়ে ওঠে না।

এই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষগুলো অনেক সময় পেটের প্রয়োজনে বনদস্যুদের সঙ্গে হাত মিলায়। বন থেকে চুরি করে মূল্যবান কাঠ, ফাঁদ পেতে ধরে হরিণ। এই চিত্র শুধু জয়মনি গ্রামেরই নয়, সুন্দরবন এলাকায় গড়ে ওঠা প্রায় প্রতিটি গ্রামের মানুষের আজ একাই দশা। জীবন বাঁচাতে তারা বনদস্যুদের শারণাপন্ন হচ্ছে, আর বনদস্যুরা তাদের ব্যবহার করছে।

সুন্দর আলী খান একসঙ্গে ১০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছেন

জীবজন্তুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো, সে যখন তার নিজের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ পায় না তখন সে গর্ভধারণ করতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। সুন্দরবনে গাছ কাটার ফলে হরিণগুলোর রয়েছে খাদ্য ঘাটতি। ফলে হরিণের বংশ বিস্তার কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিনিয়ত শিকারিরা হরিণ মারছে। এর প্রভাব পড়ছে মাছের ওপর। খাদ্য ঘাটতির জন্য বাঘের বংশ বিস্তার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। খাদ্য ঘাটতির জন্য বাঘ প্রায়ই লোকালয়ে চলে আসে। স্থানীয় লোকজনের গবাদিপশু

'আমাদের বন বিভাগে রয়েছে জনবলের অভাব। আমরা সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাই তা পর্যাপ্ত নয়'

মুন্সি আনোয়ারুল ইসলাম
প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন বিভাগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাঘ শুমারির পরবর্তী কি কি পদক্ষেপ আপনারা গ্রহণ করবেন?

মুন্সি আনোয়ারুল ইসলাম : এখন এখানে চলছে স্পেশাল সার্ভে, আমরা প্রথম Pugmark প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে সংগ্রহ করছি। পরবর্তীতে আমরা এটি ১৮টি প্যারামিটারে নির্ণয় করবো। কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো কতগুলো বাঘ আমাদের বনে রয়েছে। বাঘের সংখ্যা জানার পর আমরা দেখবো বাঘের পর্যাপ্ত খাবার আছে কি না। কিভাবে আমরা বাঘ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করবো।

২০০০ : বাংলাদেশের বনভূমিকে টিকিয়ে রাখতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

আনোয়ারুল ইসলাম : প্রথমত, আমাদের বন বিভাগে রয়েছে জনবলের অভাব। দ্বিতীয়ত, আমরা সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাই তা পর্যাপ্ত নয়। সুন্দরবন সংরক্ষণে যে পরিমাণ জ্বালানি তেলের প্রয়োজন তা আমরা পাই না। তাছাড়া সুন্দরবনের যেসব সুন্দরী গাছে আগামরা রোগ হয়েছে সেগুলো কেটে ফেলা উচিত। সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করে আমাদের বনকে বাঁচাতে হবে। আমাদের নিয়ম ছিল, রিজার্ভ ফরেস্টে আমরা লোক ঢুকতে দেবো না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা সচল রাখা অসম্ভব। আমাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের অভাব রয়েছে।

২০০০ : সুন্দরবন টিকিয়ে রাখতে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই সম্পৃক্ততা কিভাবে করা সম্ভব?

আনোয়ারুল ইসলাম : সুন্দরবনের বেলায় এর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কারণ সুন্দরবনের ভেতর কোনো জনবসতি নেই। সুন্দরবনের ভেতর যেসব বাওয়ালী, মাওয়ালী কাজ করে তাদের আমরা অন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার চেষ্টা করবো।

২০০০ : আগামরা গাছ কেটে ফেলার চিন্তা-ভাবনা চলছে- গাছ কাটা শুরু হলে ভালো গাছগুলো তো অসাধু লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

আনোয়ারুল ইসলাম : এর সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা '৯০-'৯৪ সাল পর্যন্ত আগামরা গাছ কেটেছি। বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে এই কাজটি হয়। এতে ভালো গাছ কাটার সম্ভাবনা কম থাকে।

২০০০ : সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি প্রজেক্ট যা বন্ধ আছে, এটা নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন?

আনোয়ারুল ইসলাম : প্রজেক্টটি সাসপেন্ড অবস্থায় আছে। বন্ধ হয়নি। আমরা আরও ৩ মাস সময় পেয়েছি। আশা করি ৩ মাসের মধ্যে Re-fourmulation-এ কার্যকরী হবো।

ধরে নিয়ে যায়। কখনও বা স্থানীয় লোকদের আক্রমণ করে। এ প্রসঙ্গে জয়মনি গ্রামের অধিবাসী ডাক্তার অরুন দর্জি ২০০০কে জানান, 'বাঘ যখন চলে আসে আমরা বন অফিসে খবর দেই। বাঘ তাড়িয়ে বনের ভেতর দিয়ে আসি। কিন্তু কখনও কখনও তাড়ালেও বাঘ বনে ফেরত যায় না। ফলে বাধ্য হয়ে বন বিভাগের লোকজন বা স্থানীয়রা গুলি করে অথবা পিটিয়ে মেরে ফেলে।'

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বনের ধারের গ্রামগুলোতে বন্য প্রাণী প্রায়ই ঢুকে পড়ে সেই প্রাণীটিকে তাড়িয়ে বা ট্রাংকুলাইজার ব্যবহার করে বাঘটিকে বনে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের বন বিভাগের কাছে একটিও ট্রাংকুলাইজার গান নেই। ফলে যখন বাঘ

লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তখন বাধ্য হয়ে বাঘটিকে মেরে ফেলা হয়।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। ব্রিটিশ আমলের থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়েই কাজ চলছে বন বিভাগের। বর্তমান এই আধুনিক যুগে যখন জলদস্যুরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে তখন বাংলাদেশ বন বিভাগ ভুগছে আধুনিক অস্ত্রের অভাবে। আর তাই সুন্দরবন বাংলাদেশ বন বিভাগের বলা হলেও কার্যত সুন্দরবনের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ

'গত দু'বছর যাবৎ ভারতে বন্যপ্রাণী ও বনভূমির ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা কমে গেছে'

এন.ভি. রাজা শেখর

যুগ্ম পরিচালক ও বন সংরক্ষক,
সুন্দরবন বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ পশ্চিম বাংলা সরকার, ভারত

সাপ্তাহিক ২০০০ : ভারত তার বনভূমি আর বন্যপ্রাণীকে কিভাবে সংরক্ষণ করে?

এনভি রাজা শেখর : আমরা বনকে দু'ভাবে সংরক্ষণ করি। এর মধ্যে রয়েছে বনভূমি সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। এ দুটি বিষয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। আমরা বনে নিয়মিত টহল দিয়ে থাকি। আমাদের স্পিডবোট, লঞ্চ ও বিভিন্ন বিশেষ জলযান রয়েছে। আমরা গহিন অরণ্যে ক্যাম্প স্থাপন করেছি। সেখানে আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা থাকে। বন্যপ্রাণী রক্ষায় আমরা বনের ভেতর আমাদের কিছু ইনফরমার রেখেছি। কোথাও ফাঁদ পাতা হলে বা বন্যপ্রাণী হত্যা করা হলে আমরা খুব দ্রুত খবর পেয়ে যাই। এসব কারণে গত দু'বছর যাবৎ ভারতে বন্যপ্রাণী ও বনভূমির ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা কমে গেছে। বন্যপ্রাণী রক্ষায় আমরা বনের ভেতর যেসব খালি জায়গা রয়েছে তাতে গাছ লাগিয়ে দেই। বনের ধারে যে গ্রামগুলো আছে তাদেরকে বন রক্ষা বা বন্যপ্রাণী রক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করি। এতে তারা লাভবান হয়। অন্যদিকে ওরাই বনকে সংরক্ষণ করে।

২০০০ : বনভূমি সংরক্ষণে ভারত কি প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে?

রাজা শেখর : স্থানীয় জনগণকে দু'দিক থেকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি। আমরা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করছি। তাদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছি। এটি একটি প্রক্রিয়া। আমাদের আর একটি পদ্ধতি হলো, আমরা বন সম্পদ রক্ষার কাজে স্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করি। স্থানীয়দের নিয়ে বন সংরক্ষণ কমিটি করা হয়। সেই কমিটিগুলোর কাছে বনের বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে দেয়া হয়। বনের খালি জায়গায় গাছ লাগানো হয়। যখন গাছগুলো কাটার সময় হয় আমরা ওদের ২৫% দিয়ে দেই।

২০০০ : আপনারা যে বনায়ন করছেন তাতে কোন প্রজাতির গাছ লাগাচ্ছেন?

রাজা শেখর : যেসব গাছ থেকে ৭/৮ বছরে কাঠ পাওয়া যাবে সেসব গাছ লাগাচ্ছি।

২০০০ : সেটা বন্যপ্রাণীর জন্য কি ক্ষতিকর নয়?

রাজা শেখর : যেখানে আমাদের বন্যপ্রাণী নেই, সেখানেই আমরা দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগাচ্ছি। তবে আমরা আরো গাছ লাগাই যেগুলোর কাঠের মূল্য নেই। কিন্তু তার অন্য মূল্য রয়েছে। যেমন, এর ফল, পাতা, এসব গাছ আমরা গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনা করে লাগাচ্ছি। বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করছি।

২০০০ : বাংলাদেশের বনজ সম্পদকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে?

রাজা শেখর : বন্যপ্রাণীকে রক্ষায় সর্বপ্রথম তার খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত বনাঞ্চল রক্ষায় বন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। তাছাড়া সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা। তা না হলে বনভূমি বা বণ্যপ্রাণীকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বাংলাদেশ বন বিভাগ।

সুন্দরবনের আর একটি বড় সমস্যা হলো আগামরা রোগ। গত প্রায় দু'দশক ধরে এই সমস্যা চলছে সুন্দরবনে। অর্ধেকেরও বেশি সুন্দরী গাছ এরই মধ্যে আগামরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু রোগের কারণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। সবাই ধারণা করছে, পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাবার কারণেই সুন্দরী গাছগুলো আগামরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু কেন এই রোগ হচ্ছে তার

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কোনো কারণ এখনও খুঁজে বের করা যায়নি। এ প্রসঙ্গে সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাডিজ অন দ্য সুন্দরবন-এর পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলেন, 'সুন্দরী গাছের জন্য মিঠা পানি জরুরি। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের ফলে নবেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকার মিঠা পানির সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকে না। ফলে পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায়।' তিনি বলেন, 'নদীগুলো পানিতে ভরাট হয়ে যাবার ফলে সুন্দরবন এলাকার লোনা পানির স্তর ওপরের দিকে উঠে আসে। এতে লোনা পানিতে প্লাবিত হয় সুন্দরী গাছগুলো। সুন্দরবনের যে এলাকায় মিঠা পানির প্রবাহ বেশি সেখানে আগামরা রোগ কম দেখা যায়।'

সপ্তাহব্যাপী ব্যাঘ্র শুমারি উদ্বোধন ও শুমারি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ ও বন কর্মকর্তারা ৩ দিন সুন্দরবনে অবস্থান করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও

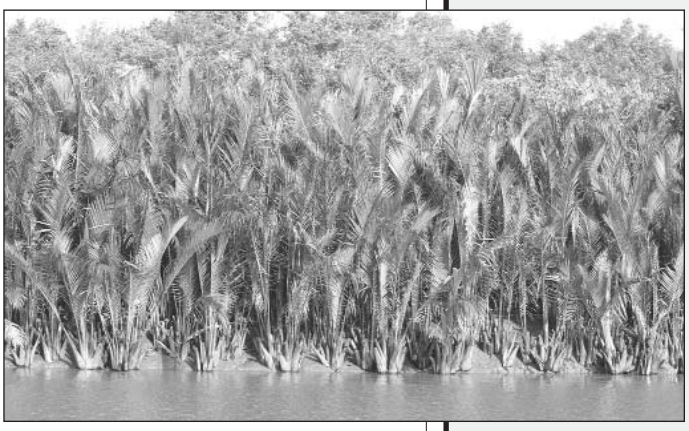

টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকবৃন্দ। শুমারি উদ্বোধন এবং কার্যক্রম কিভাবে চলছে তা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল এই ভিজিটের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ভিজিটটি পরিণত হয়

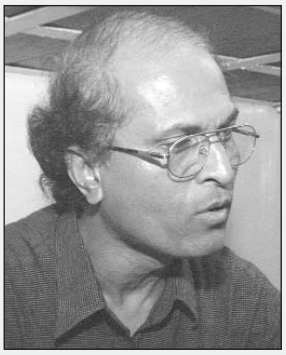

'প্রতি হেক্টরে ১৫টি গাছের বেশি সুন্দরী কাটা হলে অন্যান্য গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে'

ড. সাইফুল ইসলাম
বন সংরক্ষক ও প্রকল্প পরিচালক
সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

সাপ্তাহিক ২০০০ : কি উদ্দেশ্যে সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি প্রজেক্ট নেয়া হয়েছিল?

ড. সাইফুল ইসলাম : কয়েকটি কারণে এই প্রজেক্টটি নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, জলচ্ছ্বাস। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস থেকে সুন্দরবন আমাদের সামুদ্রিক এলাকার জেলাগুলোকে রক্ষা করে। তাছাড়া বনের গাছ, পশুপাখি, প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সুন্দরবন একটি বড় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

২০০০ : প্রকল্পটি কেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?

ড. সাইফুল : এই প্রকল্পটি যখন নেয়া হয়, তখন অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে নেয়া হয়, এবং বাংলাদেশের বন বিভাগের কোনো প্রকল্পই এর মতো জটিল ছিল না। এর মধ্যে জড়িত রয়েছে এনজিও, আইইউসিএন, আইডব্লিউএম, বন বিভাগ, এলজিইডি এ রকম অনেকগুলো সংস্থা। এখানে বাজেট ছিল ৪০০ কোটি টাকা। কিন্তু কত টাকা কোন খাতে খরচ হবে তা প্রকল্প দলিলে উল্লেখ নেই। হঠাৎ করে এতো বড় প্রকল্প হাতে নেয়ায় আমরা তা সামলে নিতে পারিনি।

২০০০ : ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে কত খরচ হয়েছে? কি কি খাতে খরচ হয়েছে?

ড. সাইফুল : এ পর্যন্ত ৩৫ ভাগ খরচ করেছি। সুন্দরবনের সঙ্গে ১৭টি উপজেলায় কমিউনিটি উন্নয়ন ছিল এ প্রকল্পের একটি বড় অংশ। এই উপজেলাগুলোতে স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট তৈরি, স্থানীয়দের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এই কার্যক্রমের মধ্যে ছিল। এর ফলে বনের ওপর এদের নির্ভরশীলতা কমে আসতো।

২০০০ : কোন খাতে কত বাজেট হবে তা কে, নির্ধারণ করতো?

ড. সাইফুল : এটাই আমাদের সমস্যা ছিল। তবে এডিবি কে, কোন খাতে কত খরচ করবে তা নির্ধারণ করতো।

২০০০ : এই প্রকল্প নিয়ে এডিবি কি বলছে?

ড. সাইফুল : এডিবি ৩টি শর্ত দিয়েছে। প্রথমত, এই প্রকল্পটি নতুনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোন খাতে কত খরচ হবে তার স্বচ্ছতা চায়, তৃতীয়ত, সুন্দরবনের বাওয়ালী, মাওয়ালীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া।

২০০০ : এডিবি স্বচ্ছতার শর্ত দিয়েছে? প্রকল্পের কার্যক্রমে কি স্বচ্ছতার অভাব ছিল?

ড. সাইফুল : হ্যাঁ, বিভিন্ন কারণে স্বচ্ছতার অভাব ছিল। এই প্রকল্পের ডিজাইনটিই ছিল ভুল।

২০০০ : আগামরা রোগে আক্রান্ত সুন্দরী গাছ কাটার কথা ভাবছে বন বিভাগ। এ বিষয়ে আপনার মতামত...

ড. সাইফুল : গাছ কাটার সময় সঠিকভাবে এই কাজটি Supervise করতে হবে তা না হলে কোটি কোটি টাকার গাছ পাচার হয়ে যাবে। প্রতি হেক্টরে ১৫টি গাছের বেশি সুন্দরী কাটা হলে অন্যান্য গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে ক্যানোপী সরে গিয়ে সূর্যরশ্মি বেশি পড়বে। ফলে সুন্দরী গাছ ভালো হলেও অন্যান্যগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গাছকে নষ্ট করা যাবে না। সেটা যদি কোনো আগাছাও হয়।

কর্মকর্তাদের সুন্দরবন ভ্রমণে। বন ভবন, মন্ত্রণালয়, সুন্দরবনের বন কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রী স্বয়ং তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এই ভ্রমণে অংশ নেন। কর্মকর্তাদের স্ত্রী, বাচ্চা, বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য কাজের লোক কেউই বাদ যায়নি তাদের এই নৌবিহারে। শুমারি কার্যক্রম না দেখে বউ, বাচ্চা নিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ফিল্ড ভিজিটের প্রথম দু'দিন যেভাবে তারা বনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন তাতে মনে হবে আত্মীয়স্বজন নিয়ে একটি বড় পরিবার সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছে। প্রথম দু'দিন সাংবাদিকদের শুমারি কার্যক্রমের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি বন বিভাগের লোকজন। সাংবাদিকদের চাপের মুখে দ্বিতীয় দিন রাতে বন বিভাগের লোকজন কার্যক্রম

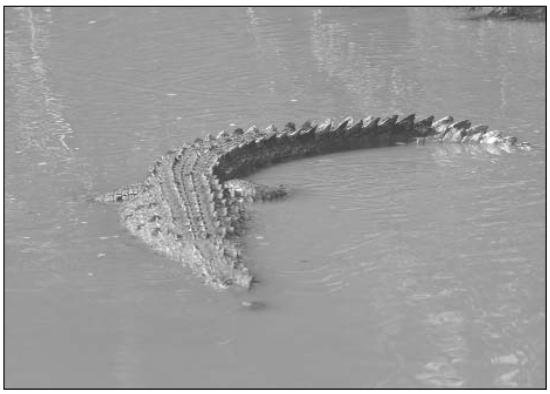

সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাঘ্র শুমারি পরিদর্শনের শেষ দিন সকাল ৮টায় বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোতাহার হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধিকে জানান যে, আজ কিছুক্ষণের জন্য কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে তা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য। সংবাদপত্রের কোনো সাংবাদিক এই সুযোগ পাবে না। পরবর্তীতে যদিও সংবাদপত্রের কয়েকজন সাংবাদিক এই শুমারি কার্যক্রম দেখার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু তাদের এই ঘোষণার জন্য অনেক সাংবাদিক কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

মেজর জিয়া। সুন্দরবন এলাকায় একটি ত্রাসের নাম। শোনা যায়, সুন্দরবন এলাকায় অনেক মা তার শিশুকে ঘুম পাড়াতে জিয়ার নাম ব্যবহার করে। সুন্দরবন এলাকাটি দীর্ঘদিন থেকেই তার দখলে। এই এলাকায় সবকিছু তার নির্দেশেই হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই সাহসী যোদ্ধা বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু। কিন্তু এই বনদস্যুর সঙ্গে আমাদের বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর রয়েছে গভীর আন্তরিকতা। তাই তিনি বাঘ শুমারির কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন চলে যান মেজর জিয়ার এলাকা দুবলার চরে (মেহের আলী)। জিয়া মন্ত্রী আর সাংবাদিকবহরকে আতিথেয়তার ব্যাপক আয়োজন করেন। মন্ত্রী জিয়ার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে হাস্যকর কিছু কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। সেসব কথাবার্তার কিছু তুলে ধরা হলো:

জিয়া : স্যার, বনের বাঘের খাবার নাই। হরিণও কম।

মন্ত্রী : বাঘে তো গরু খায়।

জিয়া : জি, স্যার।

মন্ত্রী : তাইলে বনে কিছু গরু ছাইড়া দিলে হয় না। বাঘে গরু ধইরা খাইতে পারবো।

জিয়া : বনে বান্দরেরও খাবার নাই।

মন্ত্রী প্রধান বন সংরক্ষককে উদ্দেশ্য করে বলেন, বানর তো কলা খায়, কি বলেন সিসিএফ সাহেব। তাইলে বনে কিছু কলা গাছ লাগাইয়া দেন। বানরে কলা খাইব।

প্রধান বন সংরক্ষক : জি, স্যার।

মন্ত্রী : জিয়া, এইবার বনে একটা পাকা বাড়ি বানাও।

জিয়া : আপনি যদি বলেন, অবশ্যই বাড়ি বানামু।

মন্ত্রীর মুখে এসব কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই হাসাহাসি শুরু করে।

মন্ত্রীর জন্য জিয়া তার পুকুর থেকে মাঝারি সাইজের ৫টি পাঙ্গাস মাছ ধরে আনেন। কয়েক মণ শুঁটকিও মন্ত্রীকে তিনি দিয়েছেন। এরপর মন্ত্রী জিয়াকে নিয়ে জিয়ার শুঁটকি পল্লী পরিদর্শনে যান।

সুন্দরবনে বাঘ শুমারি পরিদর্শনে এসে পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে অনেকেই ছিল বিভ্রান্ত। মন্ত্রণালয়, বন ভবন, ইউএনডিপি কারো মধ্যেই কোনো সমন্বয় ছিল না। ইউএনডিপির এক কর্মকর্তা পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ইউএনডিপি এখানে ফান্ড দিচ্ছে, কিন্তু আমি এখনও জানি না এরপর আমরা কি করবো, কোথায় যাবো।' তিনি বলেন, 'প্রতিটি প্রোগ্রাম আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই করা হচ্ছে'।

বন বিভাগ আর বন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও ছিল না কোনো সমন্বয়। সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন বিভাগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রকল্পটি চালু হতে পারে। আর তাই মন্ত্রণালয় ও সুন্দরবন বিভাগের কর্মকর্তারা মন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন।

ছবি : **ডেভিড বারিকদার**